তৃতীয় শ্রেণি ● বিজ্ঞান ● অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলনীর সমাধান

অধ্যায়—১০: প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয়

১। শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক) বিভিন্ন ধরনের **প্রযুক্তি** আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলেছে।

খ) কাগজ ছাপার কাজ শুরু হয় **মুদ্রণযন্ত্র** উদ্ভাবন হওয়ার পরে।

গ) স্টেথোস্কোপ **চিকিৎসাক্ষেত্রে** ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তি।

ঘ) টেলিভিশন, রাইস কুকার, মোবাইল ফোন **বাড়িতে** ব্যবহৃত প্রযুক্তি।

২। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করি

বাম	ডান
প্রিন্টার	যোগাযোগ প্রযুক্তি
ট্রাক্টর	চিকিৎসা প্রযুক্তি
বিমান	কৃষি প্রযুক্তি
এক্স-রে	শিক্ষা প্রযুক্তি

উত্তর:

প্রিন্টার—শিক্ষা প্রযুক্তি

ট্রাক্টর—কৃষি প্রযুক্তি

বিমান—যোগাযোগ প্রযুক্তি

এক্স-রে—চিকিৎসা প্রযুক্তি

৩. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই

১) কোনটি বিদ্যালয়ে ব্যবহারের আধুনিক প্রযুক্তি

ক) চক খ) ডাস্টার

গ) ব্লাকবোর্ড ঘ) কম্পিউটার√

২) থার্মোমিটার এক ধরণের

ক) কৃষি প্রযুক্তি খ) চিকিৎসা প্রযুক্তি√

গ) শিক্ষা প্রযুক্তি ঘ) যোগাযোগ প্রযুক্তি

৩) মনিরের বাবা খুব কম সময়ে জমি চাষ করতে চান। এজন্য তিনি কোন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন?

ক) লাঙল খ) কাস্তে

গ) ট্রাক্টর√ ঘ) কোদাল

৪। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) প্রতিদিন আমরা কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি?

উত্তর: প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি, যেমন–

- **যোগাযোগ প্রযুক্তি:** মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, টেলিভিশন
- **পরিবহন প্রযুক্তি:** গাড়ি, ট্রেন, বিমান
- **গৃহস্থালি প্রযুক্তি:** ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন
- **শিক্ষা ও বিনোদন প্রযুক্তি:** কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টবোর্ড, ভিডিও গেম

খ) প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার বলতে বুঝায় অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলা, যেমন—মোবাইল ও ইন্টারনেটের আসক্তি থেকে বিরত থাকা। ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালানো, বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা। এছাড়াও দীর্ঘক্ষণ টিভি স্ক্রিনের দিকে না তাকিয়ে চোখকে বিশ্রাম দেওয়া।

৫। বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) নিচে উল্লেখিত প্রযুক্তিগুলোর নিরাপদ ব্যবহারের জন্য কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১) কলম,

২) টেলিভিশন,

৩) কম্পিউটার।

উত্তর: প্রযুক্তির সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচে বিভিন্ন প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের জন্য সতর্কতাগুলো উল্লেখ করা হলো–

১) **কলম:** কলমের ঢাকনা মুখে না দেওয়া বা চিবানো উচিত নয়, কারণ এটি শ্বাসনালিতে আটকে যেতে পারে। কলম ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে, যেন হারিয়ে না যায় বা অসতর্কভাবে অন্য কেউ ব্যবহার না করে। কলমের কালি যেন কাপড় বা হাত নোংরা না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

২) **টেলিভিশন:** খুব কাছ থেকে টেলিভিশন দেখা উচিত নয়, এতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘসময় টেলিভিশন দেখা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি পড়াশোনা বা দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। টেলিভিশনের ভলিউম বেশি না বাড়ানো উচিত, কারণ এটি কানে সমস্যা তৈরি করতে পারে। বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা না ঘটে।

৩) **কম্পিউটারঃ** দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি চোখের জন্য ক্ষতিকর। অপ্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা এবং ক্ষতিকর সফটওয়্যার ডাউনলোড করা এড়িয়ে চলতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারের পর সঠিকভাবে বন্ধ করতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

খ) **শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন কতটা সহজ করেছে, সে সম্পর্কে মতামত লিখি।**

উত্তরঃ বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ ও কার্যকর করে তুলেছে। প্রযুক্তি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে, যা শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস করতে পারে, যা দূরশিক্ষাকে সহজ করেছে। মোবাইল ও কম্পিউটারের মাধ্যমে ভার্চুয়াল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেমন–জুম, গুগল ক্লাসরুম, ইউটিউব ইত্যাদি থেকে শেখা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যা তাদের পড়াশোনার জন্য সহায়ক। গুগল, উইকিপিডিয়া, ডিজিটাল লাইব্রেরি ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন পরীক্ষা ও কুইজ নেওয়া সহজ হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নকে দ্রুত ও কার্যকর করেছে।

সবশেষে বলা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে দ্রুত, সহজ ও কার্যকর করে তুলেছে। তবে এর সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি আসক্তির শিকার না হয় এবং এর উপকারিতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে।